

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

মৌখিক শিটের প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায়-১

জ্ঞানমূলক

- ১। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো সেই জাতীয়তাবাদী চেতনা যা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতির একতা, অধিকার ও স্বশাসনের দাবি তুলে ধরে।
- ২। মাত্র ৫৬ দিন।
- ৩। ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা প্রথম কবিতা হলো "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি"।
- ৪। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে;
- ৫। তমদুন মজলিস একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন যা ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুধাবনমূলক

- ৬। সামরিক শাসন কে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামক একটি ব্যবস্থা চালু করেন।
মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার কাউন্সিল সদস্যের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সামরিক শাসনের ফলে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করতে থাকে।
- ৭। জনগণের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে ৬৯ এর আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান নামে পরিচিতি পায়।
আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, আগরতলা মামলা ও সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৯৬৯ সালে যে দুর্বীর গণআন্দোলন হয় তাই '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ সৈরাচারী শাসনের অবসান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৬৯ সালের এর পেছনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আগরতলা মামলা, গ্রেফতার, অত্যাচার, আমলাদের দৌরাত্ম্য, দুর্নীতি, ছয় দফা ও এগারো দফা আন্দোলনের প্রভাব, ইত্যাদি কারণ বিদ্যমান ছিল।
- ৮। ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আন্দোলনকে সংগঠিত করা এবং একে রাজনৈতিক রূপদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে, পাকিস্তান সরকার যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়, তখন বাংলাভাষী মানুষ তাদের মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিল। তাই এর প্রতিবাদে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা এই পরিষদ গঠন করেন।

অধ্যায়-৩

জ্ঞানমূলক

- ৯। বিষুবরেখা হল পৃথিবীর মাঝ বরাবর পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত একটি কাল্পনিক অক্ষ রেখা যা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করে।
- ১০। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রিনিচ মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে।
- ১১। শনি গ্রহ।
- ১২। গুরুমন্ডলকে সিমা (Sima) বলা হয় কারণ এটি মূলত সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে গঠিত।
- ১৩। ৫৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- ১৪। সূর্যের চারিদিকে কোনো গ্রহের কক্ষপথের নিকটতম বিন্দুকে ওই গ্রহের অনুসূর এবং দূরতম বিন্দুকে ওই গ্রহের অপসূর বলে।
- ১৫। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় আছে।

অনুধাবনমূলক

- ১৬। পৃথিবী নিজ অক্ষের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করাকে দৈনিক গতি বা আঙ্গিক গতি বলে।
- সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করার সময় পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরু রেখায় পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। এ আবর্তন করতে পৃথিবীর একদিন সময় লাগে। এ কারণেই পৃথিবীতে দিন ও রাত সংঘটিত হয়। পৃথিবীর এই গতিই আঙ্গিক গতি।
- ১৭। সমুদ্রের জলরাশির নিয়মিত ফুলে ওঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি রয়েছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে, ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানির এভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পৃথিবীর নিজস্ব গতি এবং তার উপর সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবেই মূলত জোয়ার ভাটা হয়।
- ১৮। ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে।
- প্রতিপাদ স্থান সম্পূর্ণভাবে একে অপরের বিপরীত দিকে থাকে। এ স্থান নির্ণয় করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি কল্পিত রেখা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে টানা হয়। ওই কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌঁছায় সেই বিন্দুই প্রথম বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান।

১৯। শুক্র গ্রহকে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা বলা হয় তার দৃশ্যমান অবস্থানের কারণে।

শুক্র গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি ঘোরে, তাই এটি সূর্য ওঠার আগে বা সূর্য ডোবার পর আকাশে দেখা যায়। সূর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে দেখা গেলে একে শুকতারা বলা হয়, আর সূর্য ডোবার পর পশ্চিম আকাশে দেখা গেলে একে সন্ধ্যাতারা বলা হয়। এজন্যই শুক্র গ্রহকে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা বলা হয়।

২০। ট্রোপোপস স্তরে আবহাওয়া স্থির ও বায়ুর ঘনত্ব কম হওয়ায় বিমান এ স্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে।

ট্রোপোমন্ডল ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তর। এটি বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। ট্রোপোমন্ডলের উর্ধ্বসীমাকে ট্রোপোপস বলে। ট্রোপোপস এর গভীরতা সরু, এখানে বায়ুমন্ডল স্থির এবং ঝড়-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব না থাকায় বিমান এ স্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে।

অধ্যায়-৬

জ্ঞানমূলক

২১। আর. এম. ম্যাকাইভার।

২২। আইনের উৎস ৬টি। যথা: প্রথা, ধর্ম, বিচার সংক্রান্ত রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায়বোধ ও আইনসভা।

২৩। ল্যাটিন শব্দ *Civics* থেকে Citizen বা নাগরিক শব্দের উৎপত্তি হয়।

২৪। আইন প্রণয়ন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ।

২৫। সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা।

২৬। আইনের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো: (১) আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) আইন হচ্ছে সার্বজনীন, রাষ্ট্রের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

২৭। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দুটি দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো: (১) সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট প্রদান।

(২) সময়মতো কর ও খাজনা প্রদান।

অধ্যায়-১০

জ্ঞানমূলক

২৮। মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু যা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয়।

২৯। সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।

৩০। কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় জোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে তাই দ্রব্যটির অপ্রচুর্য।

৩১। বর্তমান বিশ্বে ৪ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে। যথা: ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামিক।

অনুধাবন

৩২। জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের দুটি উপায় নিম্নে দেওয়া হলো:

- (১) জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো কোনোভাবে যেনো ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।
- (২) কেউ যেনো এগুলোর কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা।

৩৩। সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ বলতে সমষ্টিগত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কে বোঝানো হয়।

সমাজের সকলে যে সম্পদ সম্মিলিতভাবে ভোগ করে, তা-ই সমষ্টিগত সম্পদ। এই সম্পদের উপর সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে এবং এগুলোর প্রতি তাদের সমান দায়িত্ব রয়েছে। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, পার্ক, রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ, ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ। জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন, বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, তত্ত্বাবধান, ব্যবহারে সচেতনতা, ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদের সংরক্ষণের উদাহরণ।

৩৪। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো।

- (১) মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারী খাতের পাশাপাশি কিছু কিছু খাতে আংশিক বা সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানা, উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে।
- (২) বেসরকারী খাতের প্রাধান্য থাকায় এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

৩৫। যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বন্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। এ ব্যবস্থা জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

অধ্যায়-১৪

জ্ঞানমূলক

৩৬। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তনকে বোঝায়।

৩৭। প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক।

৩৮। শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও সমাজে রূপান্তরিত হয়।

৩৯। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণজীবন ছেড়ে নগরজীবন পদ্ধতির গ্রহণের প্রক্রিয়াই নগরায়ণ।

৪০। বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলো হলো: প্রাকৃতিক (যেমন: জলবায়ু), জৈবিক (যেমন: জন্ম ও মৃত্যুহার), সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ।